বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিন’র প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত

মেহেরপুর দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের প্রিয় দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার ৪র্থ বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে দিনব্যাপী বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হচ্ছে। আজ শনিবার দিনব্যাপী মেহেরপুর প্রতিদিন’র হোটেল বাজারের প্রধান কার্যালয়ে এই প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হচ্ছে।

১ম অংশে মেহেরপুর প্রতিদিনের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাহাবুব চান্দুর সঞ্চালনায় জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলহাজ¦ গোলাম রসুল ও পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন কেক কেটে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন।

এসময় জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বলেন, মেহেরপুর প্রতিদিন হাটি হাটি পা পা করে তিন বছর অতিক্রম করে চার বছরে পদার্পণ করলো। আমার মনে আছে হোটেল বাজারে সাবেক নৌ মন্ত্রী শাহজাহান খান উপস্থিত থেকে এই পত্রিকার মোড়ক উন্মোচন করেন। আমি আশা করি আমরা সবাই মিলে এই পত্রিকাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো।

পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন, আমরা প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই মেহেরপুর প্রতিদিন’র সাথে আছি। মেহেরপুর প্রতিদিন মানুষের মনে আস্থার জায়গা করে নিয়েছে। এই জেলার মুজিবনগরেই স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠিত হয়েছিল। মেহেরপুর প্রতিদিন মহান মুক্তিযুদ্ধের সেই গৌরবোজ্জল ইতিহাসকে ধারণ করে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও চেতনা সমুন্নত রাখার পাশাপাশি মেহেরপুর জেলা ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলসহ বাঙালি জাতির হাজার বছরের ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতি তুলে ধরছে। জনগণের সংগ্রাম-দুঃখ-কষ্ট-হাসি-কান্নার খবরগুলো বস্তুনিষ্টভাবে তুলে ধরছে। মেহেরপুর প্রতিদিনের দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

২য় অংশে মেহেরপুর প্রতিদিনের গাংনী প্রতিনিধি আকতারুজ্জামানের সঞ্চালনায়, মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি রুহুল কুদ্দুস টিটো, সাবেক সাধারণ সম্পাদক রফিকুল আলম, মেহেরপুর সরকারি কলেজের

সহযোগী অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আল আমিন, প্রথম আলো’র মেহেরপুর প্রতিনিধি আবু সাঈদ, মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আজম, বাসস প্রতিনিধি দিলরুবা খাতুনসহ বিভিন্ন গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

স্বাধীনতা সংগ্রাম ও দলিত জনগোষ্ঠী

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন হয়েছে প্রায় ৫০ বছর আগে, প্রস্তুতি চলছে স্বাধীনাতার সুবর্ণজয়ন্তী পালনের। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীনতা যুদ্ধাক্রান্ত জনগষ্ঠী একটি কালের সাক্ষী, ইতিহাসের সাক্ষী, লড়াইয়ের সাক্ষী। কোটি কোটি মানুষের নির্যাতিত হওয়ার ভয়ংকর অভিজ্ঞতা অনুসন্ধান ও লিপিবদ্ধ করে প্রকাশনার মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দলিত কন্ঠ এই বিষটির গুরুত্ব বিবেচনা করেই “স্বাধীতা সংগ্রাম ও দলিত জনগোষ্ঠী” শিরনামে একটি অনুসন্ধানি প্রতিবেদন তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে যা অত্যন্ত প্রসংশনীয় উদ্যোগ।

মেহেরপুরের দলিত জনগোষ্ঠী স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় কেমন ছিলেন, কি করেছেন, যুদ্ধে কোনো অবদান রেখেছিলেন কি না-নানান বিষয় নিয়ে কথা হয় সেই সময়ের প্রত্যক্ষ করা প্রবীণ দলিতদের সাথে।

মেহেরপুর শহর সংলগ্ন গ্রাম গভীপুরে বসবাস করেন অশিত কুমার বিশ্বাস (৮৩), বিশ্বনাথ কর্মকার (৭০), মুক্তিনাথ বিশ্বাস (৭৩), রঞ্জিত কুমার দাস (৭৪), বিদ্যুৎ কুমার দাস (৬৭), সমির কুমার বিশ্বাস (৬৫), পরেশ বিশ্বাস (৮৫), শহরে বসবাসরত বাশরী মোহন দাস
(৬৬) এবং গাংনী উপজেলার শিমুল তলা গ্রামের নীলমনি গোস্বামী (৭১) সহ কথা হয় অনেকের সাথে।

৭১ সালে অশিত কুমার বিশ্বাসের বয়স ৩৩ বছর। যুদ্ধের বর্ননা দিলেন এভাবেÑ হটাৎ হেলিকপ্টারে বোমার আক্রমণ, অনেক মানুষ হতাহত হলো। মেহেরপুর হাসপাতালের পাশেই আমার লন্ডির দোকান। অনেক আহত মানুষ

হাসপাতলে ভর্তি হলো। আমি ততক্ষণাৎ দোকান বন্ধ করে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছি। ঔষধ আনা, ডাক্তারের হুকুম মত সেবা করা, আহতদের স্বজনদের কাছে খবর পৌঁছানোর কাজগুলো করেছি। মেহেরপুরের এমএনএ ছহিউদ্দীন মিয়ার কাছে যুদ্ধে যাওয়ার আবেদন করলে উনি বলেছিলেন, তোর সংসার বড়, অনেক ছেলেমেয়ে ভাই-বোন, বাবা-মা তুই একা উপার্জন করিস তাই সংসার ফেলে যুদ্ধে গেলে ওরা খাবে কি? কিছুদিনের মধ্যেই এলাকার রাজাকাররা হিন্দুদের উপর অত্যাচার শুরু করলো উপায়ন্তর না পেয়ে পরিবারের সকলকে নিয়ে ভারতে চলে যাই।

মুক্তিনাথ বিশ্বাস বলেন, মেহেরপুরে থেকে অনেকের সাথে কুষ্টিয়ার গিয়েছি পাকিস্তানি ক্যাম্পে আক্রমণ করার জন্য। ভৈরব নদের পাড়ে মানুষ মেরে গর্তে পুতে রাখতে দেখেছি নিজ চোখে। গভীপুর গ্রামের সকলের পরিচিত রাজাকার ভৈরব নদের নৌকার মাঝি আওলাদ হোসেন। সে কোন মুক্তিযোদ্ধা বা হিন্দুদের নৌকায় পারাপার করত না। স্বাধীনতা বিরোধীরা এমন অত্যাচার শুরু করেছিলো উপান্তর না পেয়ে ভারতে পালিয়ে যাই। স্বাধীনতার পর বাড়িতে এসে দেখি কোন ঘর-বাড়ি বলে কিছুই নেই, সব পুড়িয়ে ফেলেছিলো। পরবতীর্তে শুনেছি মুক্তিযোদ্ধারা আওলাদ মাঝিকে পিটিয়ে মেরে ফেলেছিল।

রঞ্জিত কুমার দাসের দেখা মুক্তিযুদ্ধ মেহেরপুরে যাতে পাকিস্তানি আর্মিরা ঢুকতে না পারে সেজন্য গকুলখালি ব্রীজ ও দিনদত্ত ব্রীজের কিছু অংশ ভেঙে দিয়েছিল মুক্তিযোদ্ধারা। কিন্তু তাতেও শেষ রক্ষা হয়নি। তারা লোহার স্লিপার বসিয়ে গাড়ি পার করে মেহেরপুরে ঢুকে পড়ে। তারপরই আমরা পালিয়ে যাই ভারতে। ভারতের বেতায় লাল বাজার ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধার ট্রেনিং এর জন্য লাইনে দাঁড়িয়েছি। কিন্তু সংসারে অভাব থাকায় ট্রেনিং না নিয়ে অর্থ উপার্জন করতে বাধ্য হয়েছিলাম।

সমীর কুমার বিশ্বাস বলেন, আমাদের গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা কাইয়ুম চৌধুরীর সাথে অল্প সময় থেকেছি। মেহেরপুরের সেই সময়ের এসডিও তৌফিক এলাহি চৌধুরীর নির্দেশে গ্রমের বীর মুক্তিযোদ্ধা সফর মোল্লকে (ড্রাইভার) দেখেছি, টাকা ভর্তি ছোট গাড়ি নিয়ে ভারতে যাচ্ছিলেন। তারপর যখন পাক হানাদারদের সাথে এলাকার রাজাকাররা অত্যাচার শুরু করলো তখন পরিবার নিয়ে ভারতে পালিয়ে যাই। স্বাধীনতার পর ফিরে এসে বাড়ি-ঘর বলতে কিছুই পায়নি, ওরা সবই পুড়িয়ে দিয়ে ছিল।

মেহেরপুরের বিশিষ্ট লেখক এবং কবি বাশরী মোহন দাস বলেন, ৭১ এর

যুদ্ধটি ছিলো জনযুদ্ধ। কিন্তু ইতিহাসে এখনো তা যথাযথভাবে প্রতিফলিত বা স্বীকৃত হয়নি। দলিত শ্রেণী সবসময়ই অসচ্ছল, অসচেতন, শিক্ষা দিক্ষা কম কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের মৌন সমর্থন ছিল শতভাগ।

জীবন রক্ষার তাগিদে হয়তবা তারা ভারতে পালিয়ে গিয়েছিল। আমার বয়স তখন ১৬ বছর, দশম শ্রেণীর ছাত্র আমি। চোখের সামনে অনেক নির্যাতন হতে দেখেছি। যারা নির্যাতন করলো তাদের নাম গুলো আজও ভয়ে বলতে পারি না। এদেশ থেকে হিন্দু ভারতে গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করলেও দলিত জনগোষ্টীর তেমন কেউ ভারতে পাড়ি জমায়নি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেশে ফিরে কেউই তাদের বসত ভিটা ফিরে পাইনি। সকলের বাড়ি ঘর পুড়িয়ে দিয়েছিল পাকিস্তানি বা এদেশের রাজাকাররা। আমাদের পরিবারও একই পরিণতির শিকার হয়েছিলো।

গাংনীর শিমুলতলা গ্রামের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক নীলমণি গোস্বামী বয়স ৭১ বছর। তিনি বলেন একাত্তরে যুদ্ধের সময় আমার বয়স ছিল ১৭-১৮ বছর। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আমি অস্ত্র, খাবার ঘাড়ে করে মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছে দিয়েছি। কুঞ্জনগর গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মতিন এবং সহড়াবাড়িয়া গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা পাতান মাস্টার এই দুজনের সান্নিধ্য পেয়েছিলাম। বাবা গ্রাম পুলিশের চাকরি করতো, ট্যাক্স আদায় করার জন্য চেয়ারম্যান সাহেব তাগাদা দিত, বাবা গ্রামের বিভিন্ন কাজে গেলে রাজাকাররা হিন্দু বলে টর্চার করতো। সংসারের অভাব ও বাবা-মায়ের কারণে যুদ্ধে যেতে পারিনি। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন হোক এটা শতভাগ চেয়েছি।

একাত্তরের এই সামগ্রিক কর্মকাণ্ডে নিবিড় ভাবে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হলেও মেহেরপুরের দলিত জনগোষ্ঠীর অনেরই রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতা। যা এখানে তুলে ধরা সম্ভব হলো না। যুদ্ধের সময়ে এমনও অনেক কাহিনি আছে যা শুনে বেদনায় শিহরিত হতে হয়। বাংলাদেশ হোক সকল সম্প্রদায়ের অসাম্প্রদায়িক দেশ এটিই সকলের চাওয়া।

লেখক: ব্যবস্থাপনা সম্পাদক,মেহেরপুর প্রতিদিন ও সাধারণ সম্পাদক, মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাব।

মেহেরপুরে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মহান স্বাধীনতা দিবস পালিত

মেহেরপুরে মহান স্বাধীনতা দিবস ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে স্মৃতিসৌধে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়েছে।

শুক্রবার সকালে মেহেরপুর শহীদ স্মৃতিসৌধে এই পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়। জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের পক্ষে সর্বপ্রথম পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়।

এরপরে জেলাবাসীর পক্ষে জেলা প্রশাসক ড. মুহাম্মদ মুনসুর আলম খান, পুলিশ বিভাগের পক্ষে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিরুল ইসলাম পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন।

এর পরপরই পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন মেহেরপুর জেলা পরিষদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা, এলজিডি, মেহেরপুর সিভিল সার্জেন্ট, জেলা নির্বাচন অফিস, উপজেলা আওয়ামী লীগ, পাবলিক লাইব্রেরী, জেলা সমাজসেবা, জেলা কারাগার, জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, উপজেলা পরিষদ, গণপূর্ত বিভাগ, জেলা প্রাণিসম্পদ মেহেরপুর, টিটিসি মেহেরপুর, ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক,

জেলা শিল্পকলা একাডেমী, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি মেহেরপুর, জেলা পরিবার পরিকল্পনা, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ছহিউদ্দিন ডিগ্রী কলেজ, মেহেরপুর সরকারি কলেজ, মেহেরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ, মেহেরপুর পৌরসভা এবং যুবলীগ, মেহেরপুর শহর আওয়ামী লীগ, মেহেরপুর জেলা মহিলা লীগ সহ বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শহীদ স্মৃতিসৌধ পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির স্বাধীনতা দিবস পালন

২৬ মার্চ স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা বিএনপির পুস্প মাল্য অর্পন করেন।

শুক্রবার সকালে মেহেরপুর শহীদ স্মৃতিসৌধে জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক প্রভাষক ফয়েজ মোহাম্মদের নেতৃত্বে বীর শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পুস্প মাল্য অর্পন করেন।

এসময় জেলা বিএনপির সহ সভাপতি ওমর ফারুক লিটন সহ অন্যান্য বিএনপি নেতা এবং জেলা যুবদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাজন, জেলা যুবদলের সদস্য মনিরুল ইসলাম মনি, যুবদলের সদস্য খাইরুল, জেলা ছাত্র দলের সাবেক সহ সভাপতি নাহিদ মাহাবুব সানি, সহ সাধারণ সম্পাদক মিন্টু, সহ সাংগাঠনিক সম্পাদক লিটন সহ যুবদল, ছাত্রদলের নেতা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

রাজধানীতে হঠাৎ বন্ধ গণপরিবহন, চরম দুর্ভোগে যাত্রীরা

মেরুল-বাড্ডা ইউলুপের সামনে থেকে সব গণপরিবহন থামিয়ে নামিয়ে দেয়া হয় যাত্রীদের
রাজধানীতে শুক্রবার সকালে হঠাৎ করেই কয়েকটি রুটে চলাচল বন্ধ করে দেয়া হয়েছে গণপরিবহনের।

বিশেষ করে যে সব বাস এয়ারপোর্ট রুটে চলাচল করে, সে সব গণপরিবহনকে শুক্রবার সকালে বিভিন্ন পয়েন্টে থামিয়ে উল্টো পথে পাঠিয়ে দেয় পুলিশ।

সদরঘাট থেকে এয়ারপোর্ট অভিমুখী সব ধরণের গণপরিবহন রামপুরায় থামিয়ে দেয় পুলিশ। বাকি পথ যাত্রীদের পায়ে হেটেঁ যেতে দেখা গেছে।

অনেকে পরিবারের শিশু ও নারী সদস্যদের নিয়ে দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে গন্তব্যে রওয়ানা করেন। সঙ্গে থাকা ব্যাগ ও বস্তা মাথায় নিয়ে অনেক যাত্রীকে রামপুরা থেকে এয়ারপোর্টের দিকে হেঁটে যেতে দেখা যায়।

ডিএমপি সূত্র বলছে, শুক্রবার সকালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিশেষ বিমানে করে ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নামবেন। পরে তিনি সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে শহীদদের শ্রদ্ধা জানাতে যাবেন।

এরপর নরেন্দ্র মোদি হোটেল সোনারগাঁওয়ে আসবেন। পরে বিকালে তিনি যাবেন শেরেবাংলা নগরে জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে সুবর্ণজয়ন্তীর অনুষ্ঠানে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ঢাকায় চলাচলের সময় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান সড়কে কিছু সময়ের জন্য যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ ও বন্ধ রাখা হবে।

তার মধ্যে আছে- বিমানবন্দর সড়ক, বিজয় সরণি, মানিক মিয়া অ্যাভিনিউ, রাসেল স্কয়ার, ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়ক, মিরপুর রোড, কল্যাণপুর, গাবতলী হয়ে ঢাকা–আরিচা মহাসড়কের সাভারের নবীনগর।

তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল এলাকার প্রধান সড়ক ও ওই এলাকার উড়ালসড়ক। সেখান থেকে বঙ্গভবনে যাওয়ার শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি (ঢাকা মহানগর পুলিশ সদর দপ্তরের সামনে), কাকরাইল, বিজয়নগর, পল্টন, গুলিস্তানে বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামের পাশের সড়ক ও মৎস্য ভবনের সামনের প্রধান সড়ক। এ ছাড়া তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে যেকোনো প্রধান সড়কে কিছু সময়ের জন্য যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ ও বন্ধ থাকতে পারে।

রাজশাহীতে মাইক্রোবাসের সিলিন্ডার বিস্ফোরণে নিহত ১৬

রাজশাহীর কাটাখালীতে যাত্রীবাহী বাস, মাইক্রোবাস এবং লেগুনার সংঘর্ষে ১৬ জন নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

শুক্রবার দুপুর পৌনে ২টার দিকে রাজশাহী-ঢাকা মহাসড়কের কাপাশিয়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

কাটাখালী থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মতিউর রহমান যুগান্তরকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, ঘটনাস্থলে ১১ জন এবং হাসপাতালে ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। নিহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে জানান পুলিশের এ কর্মকর্তা।

এ ঘটনায় আরও অনেকে আহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে তিনজনকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের রাজশাহী সদর স্টেশনের সিনিয়র স্টেশন অফিসার আবদুর রউফ বলেন, দুপুরে রংপুর থেকে একটি হায়েস মাইক্রোবাস রাজশাহী আসছিল। পথে রাজশাহী-ঢাকা মহাসড়কে কাটাখালী থানার সামনে বিপরীত দিক থেকে আসা হানিফ পরিবহনের একটি বাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

এতে মাইক্রোবাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা আরেকটি হিউম্যান হলারকে (লেগুনা) ধাক্কা দেয়। এ সময় মাইক্রোবাসটির গ্যাসের সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হয়। এতে গাড়ির ভেতরেই অনেকে মারা যায়।

আবদুর রউফ আরও বলেন, মাইক্রোবাসটির ভেতরে চার পরিবারের ১৩ জন ছিলেন। সবাই মারা গেছেন। এছাড়া বাসের আরও তিনজন মারা গেছেন।

এদের মধ্যে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পর পাঁচজনকে মৃত ঘোষণা করা হয়। আর ঘটনাস্থলে মাইক্রোবাসের ভেতর থেকে ১১ জনের লাশ বের করা হয়।

রাজশাহী মহানগর পুলিশের (আরএমপি) কমিশনার আবু কালাম সিদ্দিক জানান, ঘটনাস্থলে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা উদ্ধার তৎপরতা চালাচ্ছেন।

মোদির সঙ্গে দেখা করতে পেরে আমি সম্মানিত: সাকিব

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ঢাকায় এসেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

তাকে বহনকারী বিমানটি শুক্রবার বেলা পৌনে ১১টার দিকে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে।

এসময় তাকে ফুল দিয়ে বরণ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দুপুরে দেখা করেছেন বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান।

এ সময় দুইজন কুশল বিনিময় করেন। সাকিব ছাড়াও মোদির সঙ্গে দেখা করেছেন জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক মাশরাফি বিন মুর্তজা এবং প্রমীলা ক্রিকেটার সালমা খাতুন ও জাহানারা আলম।

মোদির সঙ্গে দেখা করে উচ্ছ্বসিত সাকিব। নিজেকে সম্মানিত বোধ করছেন।

ভারতীয় বার্তা সংস্থা এএনআইকে সাকিব বলেন, ‘ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দেখা করতে পেরে আমি সম্মানিত বোধ করছি। আমি আশা করি তার সফর দুই দেশের জন্যই ফলপ্রসূ হবে। ভারতে তার নেতৃত্ব অসাধারণ। আমি আশা করি তিনি ভারতের উন্নতির জন্য ভবিষ্যতেও কাজ করে যাবেন এবং আমাদের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক দিন দিন আরও ভালো হবে।’

এর আগে বিমানবন্দরে আনুষ্ঠানিকতা সেরে মোদি সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে মহান মুক্তিযুদ্ধের শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন। আজ বিকালে জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে ‘গেস্ট অব অনার’ হিসাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য দেবেন।

সন্ধ্যায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যৌথভাবে তিনি বঙ্গবন্ধু-বাপু ডিজিটাল প্রদর্শনী পরিদর্শন করবেন।

এরপর মোদি শ্রদ্ধা জানাবেন গোপালগঞ্জে জাতির পিতার সমাধিতেও। এরপর তিনি সফর করবেন হিন্দুদের মতুয়া সম্প্রদায়ের তীর্থস্থান হিসেবে বিবেচিত ওড়াকান্দি ইউনিয়নের ঠাকুরবাড়িতে।

করোনায় দেশে আরও ৩৩ প্রাণহানি, শনাক্ত ৩৭৩৭

কোভিড-১৯ এ দেশে একদিনে আরও ৩৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে এই মহামারিতে ৮ হাজার ৮৩০ জনের মৃত্যু হলো।

গত ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্ত হয়েছেন ৩ হাজার ৭৩৭ জন। এ নিয়ে ৫ লাখ ৮৮ হাজার ১৩২ জন করোনা রোগী শনাক্ত হলেন দেশে।

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সবশেষ আপডেট জানাতে শুক্রবার স্বাস্থ্য অধিদফতরের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হিসাবে বাসা ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরও ২ হাজার ৫৭ জন রোগী সুস্থ হয়ে উঠেছেন গত এক দিনে। তাতে এ পর্যন্ত সুস্থ রোগীর মোট সংখ্যা বেড়ে ৫ লাখ ৩১ হাজার ৯৫১ জন হয়েছে।

বাংলাদেশে গত বছর ৮ মার্চ করোনাভাইরাসের প্রথম সংক্রমণ ধরা পড়ে। প্রথম রোগী শনাক্তের ১০ দিন পর গত বছরের ১৮ মার্চ দেশে প্রথম মৃত্যুর তথ্য নিশ্চিত করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। এ বছর ১১ মার্চ তা সাড়ে আট হাজার ছাড়িয়ে যায়। এর মধ্যে গত বছরের ৩০ জুন এক দিনেই ৬৪ জনের মৃত্যুর খবর জানানো হয়, যা এক দিনের সর্বোচ্চ মৃত্যু।

মোদিবিরোধী বিক্ষোভে উত্তপ্ত বায়তুল মোকাররম, মুসল্লিদের সঙ্গে ছাত্রলীগের সংঘর্ষ

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশ সফরের প্রতিবাদে আয়োজিত বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে রাজধানীর বায়তুল মোকাররম এলাকায় সাধারণ মুসল্লি ও ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মীদের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষ চলছে।

শুক্রবার জুমার নামাজের মোনাজাত শেষে মুসল্লিদের একাংশ মোদিবিরোধী বিক্ষোভ শুরু করলে এ সংঘর্ষ বাধে।

জাতীয় স্মৃতিসৌধে মোদির শ্রদ্ধা

সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

শুক্রবার দুপুরের দিকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এ সময় তিন বাহিনীর একটি চৌকস দল রাষ্ট্রীয় সম্মান প্রদর্শন করে। বিউগলে বাজানো হয় করুণ সুর।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর অনুষ্ঠানে যোগ দিতে মোদি শুক্রবার দুই দিনের সফরে ঢাকায় আসেন।

তাকে বহনকারী বিমানটি বেলা পৌনে ১১টার দিকে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে।

বিমানবন্দরে তাকে স্বাগত জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছাড়াও বিভিন্ন দপ্তরের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা তার সফরসঙ্গী হিসাবে যোগ দিয়েছেন।

এদিন বিকালে জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে ‘গেস্ট অব অনার’ হিসাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য দেবেন।

সন্ধ্যায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যৌথভাবে তিনি বঙ্গবন্ধু-বাপু ডিজিটাল প্রদর্শনী পরিদর্শন করবেন।

রাজধানী ঢাকার যেসব রাস্তায় মোদি চলাচল করবেন, ওইসব রাস্তায় বাংলাদেশ ও ভারতের জাতীয় পতাকা দিয়ে মনোরমভাবে সাজানো হয়েছে। মোদির সফর ঘিরে নেওয়া হয়েছে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা। রাজধানীর বিভিন্ন সড়কে যান চলাচল সীমিত করা হয়েছে।

সফরকালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে আনুষ্ঠানিক দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন। বৈঠকের পর দুই দেশের মধ্যে পাঁচটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সই হতে পারে। ইতোমধ্যে তিনটি চূড়ান্ত হয়েছে।

এসবের মধ্যে সমুদ্রে মৎস্য আহরণের ব্যাপারে সহযোগিতা, পরিবেশগত সুরক্ষায় সহযোগিতা, সাংস্কৃতিক এবং দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সহযোগিতা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ঢাকা ও নিউ জলপাইগুড়ির মধ্যে যাত্রীবাহী ট্রেন সার্ভিস উদ্বোধন করা হতে পারে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যৌথভাবে এই ট্রেন সার্ভিসের উদ্বোধন করবেন। পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভার নির্বাচন সামনে থাকায় সেখানকার নির্বাচন কমিশন এভাবে ট্রেন সার্ভিস উদ্বোধনে নিষেধাজ্ঞা দেওয়ায় শুধু বাংলাদেশ অংশে চালানো হবে।

মোদির সফরকালে বাংলাদেশ-ভারত স্বাধীনতা সড়কের উদ্বোধন হবে।

মুক্তিযুদ্ধকালে এই সড়কে ১৭টি গাড়ির বহর নিয়ে মুজিবনগরে এসে অস্থায়ী সরকারের শপথ অনুষ্ঠিত হয়। মুজিবনগর থেকে নদীয়া হয়ে কলকাতা পর্যন্ত গেছে এ সড়ক। সফরকালে আশুগঞ্জে একটি সমাধিসৌধ

উদ্বোধন করা হবে।

মুক্তিযুদ্ধে যেসব ভারতীয় সৈন্য আত্মাহুতি দিয়েছেন, তাদের স্মরণে এই সমাধিসৌধ। এছাড়াও কুষ্টিয়ার শিলাইদহে কুটিবাড়িতে ভারতের অর্থায়নে যে সংস্কার কাজ হয়েছে, তারও উদ্বোধন করা হবে। বঙ্গবন্ধুকে গান্ধী শান্তি পুরস্কারে ভূষিত করার পর তার একটা আনুষ্ঠানিকতা থাকবে।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর ও দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ৫০ বছর পালন উপলক্ষ্যে ১৮ দেশে যৌথভাবে কর্মসূচি উদ্যাপন করবে বাংলাদেশ ও ভারত। এই ১৮ দেশের নাম ঘোষণা করা হবে। উদ্যাপনে কী কী কর্মসূচি থাকবে, সেটিও ঘোষণা হবে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এর আগে ২০১৫ সালে বাংলাদেশ সফর করেছিলেন। বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার পর বাণিজ্য ক্ষেত্রে সুবিধার ধরন কী হবে, তা নিয়ে ‘কমপ্রিহেনসিভ ইকোনমিক পার্টনারশিপ অ্যাগ্রিমেন্ট (সেপা)’ চুক্তির প্রস্তাব করেছে ভারত।

বর্তমানে বাংলাদেশ সাফটা চুক্তির আওতায় ভারতের কাছ থেকে বাণিজ্য সুবিধা পেয়ে থাকে। স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়ন ঘটলে সেই সুবিধার ধরনে কী হবে, সে ব্যাপারে একটি যৌথ স্টাডির বিষয় যৌথ ঘোষণায় থাকতে পারে।

বাংলাদেশের ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট এবং ভারতের একটি প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে এ স্টাডি পরিচালনা করবে। অভিন্ন নদীগুলোর পানির ব্যবস্থাপনা নিয়ে দুই নেতার নির্দেশনা যৌথ ঘোষণায় থাকতে পারে।

সীমান্ত হত্যা, ভারতের ঋণের বিভিন্ন প্রকল্পসহ সব ইস্যুতেই আলোচনা হবে বলে কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

সফরের দ্বিতীয় দিন, ২৭ মার্চ সকালে মোদি গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধিসৌধ পরিদর্শন করে শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন।

তাছাড়া, তিনি সাতক্ষীরা ও গোপালগঞ্জে দুটি মন্দির পরিদর্শন করে স্থানীয় জনগণের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত পরিসরে মতবিনিময় করার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

আগামীকাল শনিবার বিকালে দুই প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে একান্ত বৈঠক ছাড়াও প্রতিনিধি পর্যায়ে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। বৈঠকে

দুই দেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় আলোচিত হবে। বৈঠকের প্রান্তিকে দুই প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে কিছু সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর এবং কয়েকটি প্রকল্প উদ্বোধনের সম্ভাবনা রয়েছে।

সমঝোতা স্মারক এবং প্রকল্প উদ্বোধনের বিষয়টি চূড়ান্তকরণের জন্য দুই দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। উভয় প্রধানমন্ত্রী একই সঙ্গে নিজ নিজ দেশের পক্ষে বাংলাদেশ-ভারত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে পৃথক দুটি স্মারক ডাকটিকিট উন্মোচন করবেন।

এছাড়া ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির সঙ্গে তার কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন। সফর শেষে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২৭ মার্চ রাতে দিল্লির উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করবেন।